স্বপনেতে দেখা কাহিনীর মত
স্বপনেই হ'ল লীন
নিঠুর হৃদয় দেবতা আমার
সদয় হ'ল না আর,
পূলকের সুধা করিবারে পান
নাহি দিল অধিকার।

কেঁদে কেঁদে গেল রিক্ত যে মোর
জীবনের সারাবেলা,
আঁধার রহিল ভুবন আমার
হ'ল না প্রদীপ জ্বালা।

———

পথিক

[কথিকা

———

—শ্রীশঙ্কর সেন।

দিগন্ত প্রসারিত মাঠ।

সে চলে, শুধু চলে। কোথা চলে সে কি জানে? সমুখে পথ পায়, তাই চলে—বাধাহীন।

সে চলে মাঠ বেয়ে। তাকে লোকে বলে—পাগল। কিন্তু সে কি তাই?

তারাও জানে না, তাই একটা নামে ডাকে—পাগল!

চলার তার বিরাম নাই। যাকে দেখে—চেয়ে থাকে তার পানে ; ভাবে,—এরা কা'রা !

চল্‌তে চল্‌তে থম্‌কে দাঁড়ায়। যা'কে পায়, শুধু শুধায়—সে কোথা ! তোমরা কি জান তা'কে ?

লোকে তার অর্থ বোঝে না। শুধু তাকায়। পরে চলে যায় তা'দের নিজের পথে, একবার ভাবেও না তা'র কথা, সে কি বলে।

পাগল আবার চলে। ছুটে যায় বনফুলের দিকে—কাঁদে। বারেক সুধায় ফুল, তুই কি জানিস্, কোথা সে ?

ফুল পারে না কথা কইতে—তার প্রশ্নের উত্তর দিতে। ঝরে যায়, মাটীতে পড়ে শুধু শুখায়।

পাগল !—পাগল !

পাগল ফিরে তাকায়, কেউ চোখে পড়ে না। ভাবে—কে ডাকে ? সে ! সে ! আমি যাব, আমি যাচ্ছি, দাঁড়াওদাঁড়াও একটু : পাগল ছুটে চলে।

হাওয়া হেসে উঠে। সমুখ দিয়ে ভেসে যায়। বলে যায় ও কিছু নয় মিথ্যায় ভুলে যাস্ নে পাগল।

পাগল উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত। মনে তার শান্তি হারিয়ে গেছে।

কোথা পাবে শান্তি। পায় না, তাই চেষ্টা করে—পাবার।

নির্ব্বাণ ত সেই খানে, যদি পেত সে তা'র—আকাঙ্ক্ষিতকে। যায় লাফিয়ে ওঠে, হঠাৎ। থম্‌কে বসে পড়ে। বলে—ঘাস, আমি তোকে মারিয়ে ফেলেছি। কে ? বলতে পারিস্ ! বল্‌না ভাই। ঘাস বোঝে তার কথা—যেন, ব্যথায় মরে যেতে চায়। তাই মাটীতে নুইয়ে পড়ে।

ক্লান্তি আসে। বসে পড়ে সে—গাছ তলায়। কাঁদে····· চীৎকার করে উঠে। পেতে চায়—তা'র সত্ত্বাকে।

কিন্তু পায় কৈ ?

প্রাণ তাই বড় জ্বালায় জ্বলে।·····

ভেসে ওঠে—কত দিনের স্মৃতি।

মুছে ফেলতে চায়—সেগুলোকে, সে তা'র মন থেকে। পারে না—তাই কাঁদে।

আবার ওঠে। পথ চলা সুরু করে দেয়।

সন্ধ্যা নামে। তবু তার চলার বিরাম নেই।

সন্ধ্যা আরও গাঢ় হয়ে দেখা দেয়।

সবই ফিরে চলে—যে যা'র পথে।

কিন্তু পাগল ? সে চলে·····

আঁধারে কোথায় মিশিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না।

———

সান্ধ্য

—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।
প্রথম বার্ষিক।
বিজ্ঞান বিভাগ বি।

দিবসের আলো যখন মিলাল
আকাশের পরপারে,
চরণ দু'খানি তুমি গো বাড়ালে
আঁধারের অভিসারে